দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 FEB 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

বরিশাল অঞ্চলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

বরিশাল ব্যুরো : শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের চেয়েও দশ ভাগ ওপরে অবস্থানকারী বরিশাল অঞ্চলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরিসংখ্যানে এ অঞ্চলে এসব স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে তা হ্রাস পাওয়ার আশংকোজনক একটি চিত্রই ফুটে উঠেছে। তবে বোর্ডের দায়িত্বশীল সূত্রের মতে, দক্ষিণাঞ্চলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাস্তবে বৃদ্ধি না পেলেও হ্রাস পায়নি। তাদের মতে, সাম্প্রতিককালে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের আওতায় ভকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপ্তি লাভ করায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রছাত্রীরা ঐসব কোর্সে ভর্তি হওয়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সাধারণ শিক্ষাস্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে এসব ভকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রম কতটা মানসম্মত তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে দ্বিমত থাকলেও অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছেলেমেয়েদের অভিভাবকগণ 'মন্দের ভাল' হিসেবে এসব শিক্ষায় সন্তানদের আগ্রহী করে তুলছেন।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০০১ সালে বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫০,৫৫৯। ২০০৩ সালে তা ৬৩,৭৫৭ জনে উন্নীত হয়। কিন্তু নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণসহ লেখাপড়ার মানোন্নয়নে সরকারী কঠোর পদক্ষেপের ফলে এর পরের বছরই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাফে ৫১,৭৭০ জনে হ্রাস পায়। পাসের হারও ৩২.৮০% থেকে অবশ্য ৪৭.৫৬%-এ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পরবর্তী বছরগুলোতেও খুব একটা বাড়েনি। ২০০৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বরিশাল বোর্ড থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৫২,৯৫১ জন। এর পরের বছর এ সংখ্যা ৫৬,৮৫০ জনে উন্নীত হলেও ২০০৭ সালে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা পুনরায় ৫১,৫৯১ জনে হ্রাস পায়। এমনকি ২০০৮ সালের এ সংখ্যা ৪৯,১৪২ জন এবং চলতি বছর তা আরো হ্রাস পেয়ে ৪৮,৮০৭ জনে নেমেছে।

এমনকি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলায় পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এইচএসসি পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও ক্রমহ্রাসমান। ২০০২ সালে যেখানে বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের আওতাভুক্ত ৬টি জেলা থেকে ৩৭,৫০৩ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল, সেখানে চলতি বছরে তা ২৯,৯৩৭ জনে হ্রাস পেয়েছে। এমনকি এ সংখ্যা গত বছরের ৩২,১৭৮ জনের চেয়েও এবার ২,২৪১ জন কম। প্রতিবছরই এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষায় ছাত্রছাত্রী হ্রাসের এ ঘটনাকে বেশিরভাগ শিক্ষাবিদ যথেষ্ট অশুভ লক্ষণ বলেও মনে করছেন। তাদের অনেকের মতে, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র অভিভাবকদের সন্তানদের মাধ্যমিক থেকে এর উচ্চ পর্যায়ে লেখাপড়ার হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। উপরন্তু দেশের দক্ষিণাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার তেমন কোন সুযোগ সৃষ্টি না করার কারণেও এ অঞ্চলের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীসহ তাদের অভিভাবক মহলও এলাকার বাইরে পাঠিয়ে পড়ালেখার ব্যয় বহন করা সম্ভব না হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থীর লেখাপড়াই মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমনকি দেশের জাতীয় শিক্ষার হারের চেয়েও বরিশাল অঞ্চলে ১০% বেশি শিক্ষিত থাকার পরও আজ পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। অথচ প্রায় ৩০ বছর আগে এ লক্ষ্যে মন্ত্রী পরিষদে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও আমলাদের কূটচাল ও কতিপয় রাজনৈতিক নেতার অনীহার কারণে তা আজো আলোর মুখ দেখেনি।

বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকস্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার এ ঘটনাকে পরিপূর্ণ বিবেচনা নিয়ে তার কারণ খতিয়ে দেখাসহ সংকট নিরসনে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ারও তাগিদ দিয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গুণীজনরা।